দৈনিক
ইত্তেফাক

29 APR 2008

বিদ্যালয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, এই বিষয়ে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইয়া গেল এক পরামর্শ সভা। শিশু বিদ্যার্থীদের শাস্তি বিধানের প্রবণতা রোধকল্পে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন বক্তাদের অনেকেই। বিদগ্ধ পরামর্শকদের কেহ কেহ বলেন, শুধু আইন করিলেই চলিবে না, মন-মানসিকতারও পরিবর্তন দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু শিক্ষা বিকাশের পথে বিদ্যার্থীদের শাস্তি প্রদানের নামে একশ্রেণীর শিক্ষকের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ বাস্তবিকই গুরুতর সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। শিক্ষায়তনে প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত পরিবেশের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় ভয়সংকুল পরিবেশ। শিক্ষক বা শিক্ষিকার রাগান্বিত চেহারা চিন্তা করিয়া অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলে যাইতে চাহে না। দিনের পর দিন ক্লাস কামাই দিয়া একশ্রেণীর শিক্ষকের ক্রোধের আঁচ হইতে তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। ঐ জরিপ হইতে জানা যায়, বাংলাদেশে শিশু শিক্ষার্থীদের শতকরা সাড়ে ষোলো ভাগ প্রতিদিন কোনো না কোনো শারীরিক শাস্তির শিকার হইয়া থাকে। প্রায় প্রায়ই শাস্তিভোগ করিয়া থাকে ৭৩ দশমিক ৩০ শতাংশ শিশু বিদ্যার্থী। আর এই শাস্তির ধরন যে কখনও কখনও অমানুষিক পর্যায়ে চলিয়া যায়, সে কথা নূতন করিয়া বলিবার দরকার পড়ে না। রাগী শিক্ষকের মারের চোটে কোমলমতি শিক্ষার্থীর শয্যাশায়ী হইবার এমনকি মারা যাইবার দৃষ্টান্ত পর্যন্ত রহিয়াছে। বিদ্যার্থীদের কান কাটিয়া দিবার মত পৈশাচিক নির্যাতনের উদাহরণও আছে। ইতিপূর্বে এই ধরনের অনেক খবর ছাপা হইয়াছে পত্র-পত্রিকায়।

অতীতে বেত্রদণ্ড ছিল বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণীতে শিক্ষার অন্যতম অপরিহার্য উপকরণ। গাধা পিটাইয়া ছাত্রদের মানুষ করার একটা চেষ্টা ছিল কোন কোন শিক্ষকের। তবে আগে যেমনই হউক আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক কোনো ধরনের শাস্তিই সমর্থন করে না। স্কুলে কেন, বাড়িতেও বাচ্চাদের মারধর করা উচিত নয়। ছেলে মেয়েদের প্রহার করিলে অথবা তাহাদের ভয় দেখাইলে শরীর ও মনের ওপর যে চাপ পড়ে তাহাতে ব্যাহত হয় মনন মেধার স্বাভাবিক বিকাশ।

স্কুল কোনো ভয়ের জায়গা নয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক হইবে শ্রদ্ধা ও স্নেহের। বিদ্যার্থী শিক্ষকদের মান্য করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, কিন্তু ভয় পাইবে না-এরকমই হওয়া চাই তাহাদের সম্পর্ক। তাহা হইলে পরেই প্রতিটি বিদ্যালয় হইয়া উঠিবে সুশিক্ষার সুতিকাগার। কিন্তু শিক্ষকদের কেহ কেহ যখন ছাত্রদের প্রহার করিবার জন্য সবসময় রাগিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে স্কুলে আনন্দময় পরিবেশ রচনা করা সম্ভবপর হইবে কেমন করিয়া? এইসব শিক্ষকের জন্যই আসলে অনেক ছেলেমেয়ের নিকট স্কুল দারুণ এক ভয়ের জায়গা। ইহা মনোবিজ্ঞানীদেরই উক্তি যে সব সময় রাগিয়া থাকা মারমুখী শিক্ষকরা আসলে ব্যাধিগ্রস্ত। এই শ্রেণীটির জন্য শিক্ষকতার পেশা মোটেও উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ দিবার সময়ই শিক্ষকতা পদের প্রার্থীর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণ করিয়া নেওয়া বাঞ্ছনীয়।